যায়যায়দিন

তারিখ 12 FEB 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

শিক্ষকদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে জাবি ক্যাম্পাস প্রায় অচল

জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জুবায়েরের হত্যাসহ বিভিন্ন দাবিতে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন শিক্ষকরা। একদিকে ৬ দফা দাবিতে 'শিক্ষকসমাজে'র ব্যানারে উপাচার্য বিরোধী শিক্ষকরা এবং অন্যদিকে উপাচার্যপন্থী শিক্ষকরা পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চালু রাখায় অচল হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম। তারা মিছিল, সমাবেশ ও র‍্যালি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শুক্রবার অধিকাংশ বিভাগে ক্লাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

জানা যায়, শিক্ষকসমাজ তাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশের পাদদেশ থেকে র‍্যালি বের করেন। র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। শিক্ষকসমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইনের সভাপতিত্বে সমাবেশে

অচল : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

অচল : জাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এটিএম আতিকুর রহমান, অধ্যাপক এমএ মতিন, অধ্যাপক মানস চৌধুরী, গোলাম রব্বানী প্রমুখ। এ সময় অধ্যাপক আতিকুর রহমান বলেন, উপাচার্য প্রক্টরিয়াল বডি পুনর্গঠনসংক্রান্ত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি বিধায় তাদেরকে আবার মাঠে নামতে হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ-প্রকৃতি ধ্বংস, গণনিয়োগ ও প্রশাসনিক দুর্নীতি বিষয়ে গঠিত তিনটি অনুসন্ধান কমিটি শুরু করেছে। অনুসন্ধান কাজকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য প্রশাসন দুর্নীতিবাজ ও গণনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাঠে নামিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন শিক্ষকসমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বরাবর তারা খোলা চিঠি দেবেন।

এদিকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজের ব্যানারে উপাচার্যপন্থী আওয়ামী শিক্ষকরা তাদের ৭ দিনব্যাপী পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সকাল ১০টায় পুরাতন কলাভবন থেকে মৌন মিছিল শুরু হয়ে শহীদ মিনারে সমাবেশের মধ্যদিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে শিক্ষকরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল, শিক্ষাকার্যক্রম ও পঞ্চম সমাবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। তারা আজ সকাল ১০টায় শহীদ মিনার চত্বরে যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করবেন।

উল্লেখ্য, জুবায়েরের হত্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশাসনবিরোধী আওয়ামীপন্থী, বিএনপিপন্থী ও বামধারার শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে 'শিক্ষকসমাজে'র ব্যানারে আন্দোলন করে আসছেন। তাদের দাবিগুলো ছিল প্রক্টরিয়াল বডির পুনর্গঠন, জুবায়েরের হত্যার ঘটনায় নতুন তদন্ত কমিটি গঠন, সব বৈধ ছাত্র ও সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিতকরণ, শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে লাঞ্ছনার বিচার, নতুন নিয়োগ বন্ধ, সময়োত্তীর্ণ বিভিন্ন বডির নির্বাচন।